সংবাদ

002

তারিখ 25.8.84

6 ।

ইউনেস্কোর সুপারিশমালার আলোকে শিক্ষকদের অধিকার

এ, এন, রাশেদা

শিক্ষকতা এক মহান পেশা, এক মহান ব্রত। এই ব্রত যেমন প্রকৃত মানুষ তৈরী করার তেমনি পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে দেশ গঠনেরও। শিক্ষক সমাজের সচেতনতার উপরই নির্ভর করে কি ধরনের মানুষ তাঁরা তৈরী করবেন। সচেতন শিক্ষক সমাজ স্বভাবতঃই তৈরী করতে চাইবেন বিবেকবান, সৎ ও দেশ প্রেমিক মানুষ, যারা এদেশ থেকে ক্ষুধা, দারিদ্র, অশিক্ষা, অপসংস্কৃতি প্রভৃতি দূরীকরণের মাধ্যমে দেশকে সুসংগঠিতভাবে গড়ে তোলার মহান দায়িত্ব অনুভব করবে। শিক্ষকদের এই চাওয়া নিতান্ত কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ থেকেই উৎসারিত। কিন্তু শিক্ষকদের এই দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন তখনই সম্ভব যদি তারা কতগুলো মৌলিক অধিকার ভোগ করেন। সমাজের বৃহত্তর স্বার্থেই এসব অধিকার তাদের থাকা উচিত। তাই স্বভাবতঃই প্রশ্ন আসে শিক্ষক সমাজের এই অধিকার কতটুকু এবং কি কি হওয়া বাঞ্ছনীয়।

যুগ যুগ ধরেই এ অধিকার সচেতনতা শিক্ষক সমাজে অনুভূত হয়ে আসছে এবং দেশে বিদেশে এ নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। এর ফল স্বরূপ প্যারিসে ১৯৬৬ সালে ইউনেস্কো কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়, শিক্ষকদের অধিকার সংক্রান্ত সুপারিশমালা প্রণয়নের জন্য বিশেষ আন্ত সরকারীয় সম্মেলন।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এসব সুপারিশমালা বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষকদের সংগঠনগুলো প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের দেশের শিক্ষক সংগঠনগুলো বিভিন্ন দাবী নিয়ে আন্দোলন করলেও ইউনেস্কোর এইসব সুপারিশমালা সম্পর্কে শিক্ষক সমাজকে অবহিত করার ব্যাপারে একেবারেই উদাসীন। তাই ইউনেস্কোর সেই সুপারিশসমূহের কিছু কিছু ধারা তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা, আজ বর্তমান পেক্ষাপটে ভীষণভাবে অনুভব করছি এবং এর উপরই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করব।

সুপারিশমালার ৬নং ধারায় শিক্ষকতাকে একটি পেশা হিসেবে স্বীকার করে নিয়ে বলা হয়েছে এটা এক ধরনের জনসেবা যার জন্য প্রয়োজন বিশেষজ্ঞ জ্ঞান ও সুদক্ষ নৈপুণ্য।
যা একমাত্র অর্জিত ও রক্ষিত হয় ধারাবাহিক অধ্যয়ন ও কঠিন অধ্যবসায়ের মাধ্যমেই। এই সুদক্ষ নৈপুণ্যের জন্য আরও প্রয়োজন শিক্ষাদানে ও ছাত্রদের সম্পর্কে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত দায়িত্ববোধের।

৯ নং সুপারিশে শিক্ষকদের সংগঠন সম্পর্কে বলা হয়েছে শিক্ষকদের সংগঠনকে একটি শক্তি হিসেবে স্বীকার করতে হবে, যা শিক্ষার অগ্রগতিতে বিপুল অবদান রাখতে পারে। সুতরাং শিক্ষক সংগঠন গুলোকে শিক্ষানীতি নির্ধারণে অংশীদার করতে হবে, এবং ১০ এর (ঘ) ধারায় শিক্ষাকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ হিসেবে বর্ণনা করে বলা হয়েছে; যেহেতু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে শিক্ষা একটি অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ যেহেতু জীবনযাত্রার পরিবেশ উন্নয়নের গোটা অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকল্পনায় শিক্ষা পরিকল্পনা একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে বিবেচিত হওয়া উচিত।

একটি দেশের শিক্ষা খাতে বাজেটের কত অংশ ব্যয় করা হয় তার উপর নির্ভর করেই বোঝা যায় সে দেশ শিক্ষাকে কতটুকু গুরুত্ব দেয় এবং সে দেশে শিক্ষিতের হার কত হতে পারে? তাই শিক্ষাখাতে ব্যয় বরাদ্দ দেশ ও জাতির জন্য অত্যন্ত গুরুপূর্ণ। এই দিক বিবেচনায় রেখেই ১০-ঞ সুপারিশে বলা হয়েছে যেহেতু শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জন বরাদ্দকৃত আর্থিক উপকরণের উপর নির্ভরশীল সেহেতু সকল দেশে জাতীয় বাজেটের মধ্যে জাতীয় আয়ের একটি যথোপযুক্ত অংশ শিক্ষার প্রসারের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখার ক্ষেত্রে উচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে।

সুপারিশের ৪৩ নং ধারা আমরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সহকারে লক্ষ্য করি। কারণ বাংলাদেশে আমরা গভীর ক্ষোভের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে, শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে কোন কালেও জড়িত ছিলেন না এ ধরনের ব্যক্তি বা আমলাদের হাতে শিক্ষা প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদ অবলীলাক্রমেই ন্যস্ত করা হয়। অথচ ইউনেস্কোর সুপারিশমালায় পরিষ্কারভাবেই উল্লিখিত হয়েছে "শিক্ষা প্রশাসনের দায়িত্বশীল পদসমূহ যথা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসক, শিক্ষা পরিচালক, অথবা অন্যান্য বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ পদ যতদূর সম্ভব অভিজ্ঞ শিক্ষকদের দ্বারা পূরণ করতে হবে।" এখানে অপ্রাসঙ্গিক হলেও অত্যন্ত পরিতাপের সঙ্গে উল্লেখ্য যে, এমন কি শিক্ষক সংগঠনেও শিক্ষক নন এহেন ব্যক্তিদের চেয়ারম্যান এবং মহাসচিবের পদও এদেশের শিক্ষক কর্তৃক প্রদান করা হয়।

পদোন্নতির ক্ষেত্রে ৪৪ নং ধারায় বর্ণিত হয়েছে যে পদোন্নতির বেলায় শিক্ষকের যোগ্যতা বস্তুগত মূল্যায়নের ভিত্তিতে হতে হবে। শিক্ষক সংগঠন সমূহের সঙ্গে আলোচনা ক্রমেই এই পেশাগত যোগ্যতার মাপকাঠি নির্ধারিত হবে। এবং শিক্ষকদের পেশাগত মান ও চাকরি যাতে সেচ্ছাচারমূলকভাবে ক্ষুন্ন না করা হয় সেইজন্য উপযুক্ত রক্ষা ব্যবস্থা থাকতে হবে বলে ৪৫ নং সুপারিশে উল্লেখ করা হয়েছে।

সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্বায়ত্তশাসন অপরিহার্য। স্বায়ত্তশাসন না থাকলে শিক্ষাদান কার্য ব্যাহত হয়। তাই ইউনেস্কোর সুপারিশমালার ৬১ নং ধারা অত্যন্ত বলিষ্ঠতার সাথে বলেছে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্তব্য পালনে শিক্ষকরা স্বায়ত্তশাসন উপভোগ করবে এবং পাঠক্রমে তৈরীর ক্ষেত্রে ৬২ নং ধারায় বলা হয়েছে, নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষা সহায়ক উপকরণ প্রস্তুতে শিক্ষকগণ ও তাদের সংগঠনসমূহ অংশগ্রহণ করবে। ইউনেস্কোর সুপারিশমালার ৭৯ নং ধারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশ করছে। যেহেতু শিক্ষকরা সমাজের শুধু শিক্ষিতই নন, সচেতন অংশ, তাই জাতি গঠনে শিক্ষকদের ভূমিকা থাকা উচিত। এই প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে শিক্ষকদের পেশার বিকাশ ও শিক্ষার মাধ্যমে জাতির সেবার সামগ্রিক স্বার্থে শিক্ষকদিগকে সামাজিক ও জনসেবামূলক কাজে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করতে হবে। এবং পরবর্তীতেই সুপারিশের ৮০নং ধারা আরও জোরের সাথে গুরুত্ব দিয়ে বলেছে, নাগরিকরা যে সকল অধিকার ভোগ করেন শিক্ষকদেরও সেই সমস্ত অধিকার ভোগের স্বাধীনতা থাকবে এবং তারা সকল প্রকার নির্বাচিত পদে (পাবলিক অফিস) নির্বাচিত হওয়ার অধিকার পাবেন, ৮১নং ধারা, তেমনভাবে পূর্বের সুপারিশের রেশ ধরে বলেছে, যেখানে নির্বাচিত পদের দায়িত্ব পালনে সাময়িকভাবে শিক্ষকতা দান থেকে বিরত থাকা, সেক্ষেত্রে পেশাগত প্রবীণতার ভিত্তিতে ও পেনশনের জন্য তার চাকরি বহাল থাকবে এবং নির্বাচিত পদের মেয়াদ অতিক্রমের পর তিনি তার পূর্বপদে অথবা সমমর্যাদার পদে পুনঃবহাল হতে পারবেন।

শিক্ষকদের বেতন এবং চাকরির শর্তাবলী প্রশ্নে ৮২ নং ধারায় বলা হয়েছে, শিক্ষক সংগঠনসমূহ ও শিক্ষক নিয়োগ কর্তাদের মধ্যে আলোচনার দ্বারা তা নির্ধারিত হবে।

শিক্ষক সংগঠন করার অবাধ স্বাধীনতার উপর জোর দিয়েই হয়ত ৯৯'১ ধারায় বর্ণিত হয়েছে শিক্ষক সংগঠনের কাজে অংশ গ্রহণের জন্য শিক্ষকগণ সময় সময় পুরো বেতন ছুটি ভোগ করতে পারবেন। এবং ৯৯.২ ধারা আরও সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছে যে শিক্ষক সংগঠনের বিভিন্ন পদের দায়িত্ব গ্রহণের অধিকার শিক্ষকদের থাকবে। এইরূপ ক্ষেত্রে উপরিল্লিখিত নির্বাচিত পদের অনুরূপই সুযোগ সুবিধা তারা ভোগ করবেন।

বিশ্বব্যাপী ধনবাদী ব্যবস্থায় আর্থ সামাজিক পেক্ষাপটে শিক্ষকদের সামাজিক মর্যদা রক্ষা একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল প্রশ্ন। যেহেতু এই মর্যদা রক্ষার সবচেয়ে প্রয়োজনীয় উপকরণ হচ্ছে প্রাপ্ত বেতন তাই ইউনেস্কোর সুপারিশের ১১৪ নং ধারায় বলা হয়েছে, শিক্ষকদের মর্যাদা যে সকল কারণ দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয় তার মধ্যে বেতনের বিষয়টির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। কেননা বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে অন্যান্য যে সকল কারণ এজন্য দায়ী, যেমন তারা যে মর্যাদা ও সম্মান পান এবং তাদের কাজকে যেভাবে মূল্যায়ন করা হয় তা অন্যান্য পেশার ন্যায়, তারা কোন্ অর্থনৈতিক অবস্থানে রয়েছেন তার উপর নির্ভর করে।

শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতনদানের প্রশ্নটি কেন গুরুত্বপূর্ণ এবং তাতে সমাজের কোন কোন দিক প্রতিফলিত হয় তার উপর জোর দিয়ে ১১৫ নং সুপারিশে বলা হয়েছে যে, শিক্ষকদের বেতন নির্ধারণে: (i) সমাজে শিক্ষকতা কাজের গুরুত্ব প্রতিফলিত হবে এবং এই পেশায় প্রবেশের পর থেকে তাদের উপর যে সকল দায়িত্ব অর্পিত হয় তার প্রতি গুরুত্বও বৃদ্ধি পাবে, (ii) অনুরূপ অথবা সমযোগ্যতাসম্পন্ন অন্যান্য পেশাজীবীদের বেতনের সঙ্গে সামঞ্জস হবে, (iii) বেতন এইরূপ হবে যাতে তাঁর ও তাঁর পরিবারের জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য উপযুক্ত মান বজায় থাকে, এবং যাতে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের জন্য অথবা সাংস্কৃতিমূলক ক্রিয়াকলাপে তিনি অংশগ্রহণ করতে পারেন এবং এর ফলে তাঁর পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারেন।

(চলবে)